A. ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যের সুবিধা

(1) **শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ ঃ** শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশসাধন। শিশু জন্মসূত্রে কতকগুলি গুণ বা বৈশিষ্ট্য পেয়ে থাকে। তার বিকাশ ঘটানোই শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য।

(2) **পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঃ** শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যের মাধ্যমে শিশুকে পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে গড়ে তোলা হয়। কারণ শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য সম্পূর্ণভাবে শিশুকেন্দ্রিক।

(3) **আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রকাশ ঃ** শিক্ষার লক্ষ্য হল আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রকাশে উপযোগী করে গড়ে তোলা। শিশুর আত্মোপলব্ধি তাকে পরিপূর্ণতা দান করে, এই পরিপূর্ণতাই নিজেকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারে। শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য শিশুকে এই কাজ করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

(4) **শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাপ্রদান ঃ** আধুনিক শিক্ষাকে বলা হয় শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা। শিশুর চাহিদা, আগ্রহ, প্রবণতা, সামর্থ্য ইত্যাদি সকল দিকের ওপর গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ, শিশু নিজের চাহিদা মতো শিক্ষালাভ করতে পারে।

(5) **সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশ ঃ** শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য হল শিশুর সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশসাধন। ফলে শিশু সৃষ্টিশীল কাজে নিজেকে আরও বেশি করে নিয়োজিত করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

(6) **শিশুর উন্নয়নে সমাজের সমৃদ্ধি ঃ** সমাজে বসবাসকারী মানুষের গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমেই সমাজের অগ্রগতি ঘটে। অর্থাৎ, শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যে ব্যক্তিকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যার ফলস্বরূপ ব্যক্তি ও সমাজের অগ্রগতি ঘটানো।

B. শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যের অসুবিধা

শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যের যেমন গুরুত্ব বা সুবিধা রয়েছে, তেমনি এর কিছু ত্রুটি বা অসুবিধা রয়েছে। যা নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

(1) **আত্মকেন্দ্রিক শিক্ষা ঃ** শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যে, ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে শিক্ষা দেওয়া হয় বলে ব্যক্তি আত্মকেন্দ্রিক অর্থাৎ স্বার্থপর হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। তারা ভবিষ্যতে সমাজ কল্যাণে বিশেষ আগ্রহ আগ্রহ দেখায় না।

(2) **অবাস্তব শিক্ষা ঃ** শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য হল একটি অবাস্তব ধারণা, যা বাস্তবে রূপদান করা সম্ভব নয়। কারণ, সমাজের নির্ভরশীলতা ছাড়া শিক্ষা কোনোদিন পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

(3) **অমনোবৈজ্ঞানিক শিক্ষা ঃ** শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য হল অমনোবৈজ্ঞানিক শিক্ষা। সমাজ ও ব্যক্তির মিথস্ক্রিয়ার ফলেই শিশুর ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। কিন্তু শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যে ব্যক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে সমাজকে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

(4) **ব্যক্তিস্বাধীনতার অপব্যবহার ঃ** শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যে ব্যক্তিকে সকল প্রকার স্বাধীনতা দেওয়া হয়। ব্যক্তিজীবনে অনেক ক্ষেত্রেই সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার করে, যা ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের ক্ষেত্রেই হানিকর।

(5) **সমাজ উন্নয়ন অবহেলিত ঃ** শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যে সমাজকে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ফলে সমাজ সম্পূর্ণভাবে অবহেলিত। সমাজকে বাদ দিয়ে কোনো ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো সম্ভব নয়।

(6) **সামাজিক কৃষ্টি উপেক্ষিত ঃ** সামাজিক কৃষ্টি হল সমাজের ধারক ও বাহক, যা প্রতিটি ব্যক্তির আচার-আচরণের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়, কিন্তু শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যে সামাজিক কৃষ্টিকে অবহেলা করে কোনো জাতির অগ্রগতি ঘটতে পারে না।

(7) **ব্যয়বহুল ও জটিল প্রক্রিয়া ঃ** শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যে ব্যক্তি বৈষম্য অনুযায়ী শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার চাহিদা অনুযায়ী পৃথক পৃথক ভাবে শিক্ষা প্রদান করা অত্যন্ত জটিল এবং ব্যয়বহুল কাজ যা বাস্তবে অসম্ভব।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, শিক্ষার চরম ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য কোনো দিনই ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটতে পারে না। শুধু ব্যক্তিকে গুরুত্ব দিয়ে সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগতি ঘটবে না। তাই ব্যক্তিকে গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি সমাজকেও সমানভাবে গুরুত্ব দিতে হবে, তবেই ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের যথাযথ বিকাশ ঘটবে এবং আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্যপূরণ সম্ভব হবে।